STUDY MATERIAL: VI

CBCS

B.A. Philosophy Honours 2nd Semester

BAHPHILC202 History of Western Philosophical Thoughts II

Chapter: Immanual Kant

১) কান্টের দর্শনের প্রধান সমস্যাটি কি?
উত্তর: জ্ঞানের সঠিক সংজ্ঞা নির্ণয় করাই ছিল কান্টের দর্শন এর প্রধান বিষয়বস্তু। এই প্রসঙ্গে তিনি প্রথমেই জ্ঞানের সঠিক সংজ্ঞা নিরূপণের জন্য পূর্বতঃসিদ্ধ সংশ্লেষক বচনের সত্যতা ও অপরিহার্যতা স্বীকার করে নিয়ে বলেন যে, একমাত্র পদার্থবিদ্যা ও গণিতশাস্ত্রে যথার্থ পূর্বতঃসিদ্ধ সংশ্লেষক বচন ব্যবহৃত হয়ে থাকে। অধিবিদ্যার ক্ষেত্রে এই ধরনের বচন ব্যবহৃত হলেও তা জ্ঞানাত্মক নয়।

২) কান্টের মতে, বৌদ্ধিক আকার কি?

উত্তর: কান্টের মতে, দেশ ও কালের আকারে যখন সংবেদনগুলি সজ্জিত হয় তখন আমরা পাই বিষয়ের অনুভুতিও প্রত্যক্ষ । আর যখন দেশ ও কালের আকারে সজ্জিত সংবেদন গুচ্ছের উপর বুদ্ধি ও চিন্তা থেকে গুন, পরিমাণ, সম্বন্ধ প্রভৃতি ধারণার সাধারণ অপরিহার্য আকার আরোপিত হয়, তখন আমরা পাই বিষয়ের জ্ঞান। কান্টের মতে বৌদ্ধিক আকারগুলি সংখ্যাই ১২টি। এগুলিকে বাদ দিলে কোন বিষয়ের জ্ঞানই সম্ভব নয়।

৩) কান্টের দর্শন পূর্বতঃসিদ্ধ ও পরতঃ সাধ্য জ্ঞানের পার্থক্য নির্ণয় কর ?

উত্তর: যে জ্ঞান প্রত্যক্ষ ভিত্তিক অর্থাৎ প্রত্যেক্ষ জ্ঞানের উপর একান্ত ভাবে নির্ভরশীল তাকেই কান্ট পরতঃ সাধ্য জ্ঞান বলেছেন। যেমন- চিনি জলে গুলে যায়; ‘বরফের রং সাদা’ ইত্যাদি। অপরদিকে যে জ্ঞান কেবলমাত্র বুদ্ধি ও বিবেচনা নির্ভর তাকে কান্ট পূর্বতঃসিদ্ধ জ্ঞান বলেছেন। যেমন- ত্রিভুজের তিনটি কোণের সমষ্টি দুই সমকোণের সমান; ‘সব ঘটনার কারণ আছে’ ইত্যাদি।

৪) কান্টের মতে অবধারণ কয় প্রকার কি কি?

উত্তরঃ কান্ট তাঁর Critique of Pure Reason পুস্তকে- অবধারণ হল, কোন ব্যক্তির দ্বারা ঘোষিত বচন। কান্ট প্রথমে অবধারণ বা বচনকে এক বিশেষ দৃষ্টিকোণ থেকে দুটি ভাগে বিভক্ত করেছেন, যথা- ১) বিশ্লেষণাত্বক অবধারণ (Analytical judgment) ও ২) সংশ্লেষণাত্বক অবধারণ

(Synthetic judment)। এবং ভিন্ন এক দৃষ্টিকোণ থেকে কান্ট অবধারণ বা বচনকে দুটি ভাগে বিভক্ত করেছেন, যথা-১) পূর্বতঃসিদ্ধ বচন (a priori) ও ২)পরতঃসাধ্য (a posteriori)

৫) কান্টের মতে বিশ্লেষণাত্বক অবধারণ (Analytical judgment) কি ? বা বিশ্লেষক বচন কি ?

উত্তরঃ বিশ্লেষণাত্বক অবধারণ হল সেই অবধারণ যে অবধারণে বিধেয়টি উদ্দেশ্যের নিহিতার্থকে সম্পূর্ণভাবে বা আংশিকভাবে প্রকাশ করে মাত্র,অতিরিক্ত কিছু সংযোজন করে না।

যেমন- 'সব জড়বস্তু হয় বিস্তার যুক্ত'।

৬) কান্টের মতে সংশ্লেষণাত্বক অবধারণ (Synthetic judment) কি ? বা সংশ্লেষক বচন কি ?

উত্তরঃ সংশ্লেষণাত্বক অবধারণ হল সেই অবধারণ যে অবধারণে বিধেয়টি উদ্দেশ্যে সম্পর্কে নতুন ধারণা সূচিত করে, যা পূর্ব থেকেই উদ্দেশ্যের মধ্যে নিহিত নেই। অর্থাৎ অতিরিক্ত কিছু সংযোজন করে ।

যেমন- 'সব জড়বস্তু হয় ভারযুক্ত(ওজন)'।

৭) পূর্বতঃসিদ্ধ বচন (a priori) কি ?

উত্তরঃ যেসব বচনের সত্যতা অভিজ্ঞতার ওপর নির্ভর না করেই জানা যায়, অর্থাৎ যেসব বচনের সত্যতা নির্ণয়ের জন্য অভিজ্ঞতার ওপর নির্ভর করতে হয় না, সেই সব বচন হল পূর্বতঃসিদ্ধ বচন। পূর্বতঃসিদ্ধ বচন অনিবার্যরূপে সত্য এবং দেশ-কাল নিবির্শেষে সর্বত্র সত্য।

যেমন- ২ +২ = ৪ অথবা

পিতা মাত্রেই পুরুষ । অথবা

যার আকার আছে তার আয়তন আছে।

৮) পরতঃসাধ্য বচন কি (a posteriori) ?

উত্তরঃ যেসব বচনের সত্যতা অভিজ্ঞতার মাধ্যমে জানা যায় বা প্রতিষ্ঠা করা যায়, বা যেসব বচনের সত্যতা নির্ণয়ের জন্য অভিজ্ঞতার ওপর নির্ভর করতে হয়, সেই সব বচন হল পরতঃসাধ্য বচন। পরতঃসাধ্য বচন অনিবার্যরূপে সত্য নয়, এ হল আপতিক বা সম্ভাব্য। ঘটনাচক্রে সত্য ও আপতিক সত্য।

যেমন- কিছু বিড়াল হয় কালো। অথবা

পৃথিবী একটি গ্রহ

৯) পূর্বতঃসিদ্ধ সংশ্লেষক বচন কাকে বলে?

উত্তরঃ যে অবধারণের বিধেয়টি উদ্দেশ্যের অন্তর্গত নয় অথবা বিধেয়টি অর্থ উদ্দেশ্যটির অর্থের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত নয় অথচ অবধারণটি সার্বিক ও আবশ্যিক তাকে বলে পূর্বতঃসিদ্ধ সংশ্লে ষক অবধারণ বলা হয়। কান্ট 'বচনের' পরিবর্তে 'অবধারণ' কথাটি ব্যবহার করেছেন। যেমন- যেকোন গাণিতিক বচন। যেমন- ৭+৫=১২

১০) 'বুদ্ধিই প্রাকৃতিক জগতের রচয়িতা' (understanding makes Nature) এই মতটি কার?

উওরঃ দার্শনিক কান্টের।

১১)কান্ট জ্ঞানোৎপত্তির ক্ষেত্রে জ্ঞান-ক্রিয়ার দুটি দিক কি কি ?

উওরঃ সংবেদনশক্তি ও বোধশক্তি বা বুদ্ধিবৃত্তি।

মনের যে শক্তি বিষয়কে গ্রহন করে কান্ট তাকে বলেছেন সংবেদনশক্তি।

বোধশক্তি সক্রিয়ভাবে অন্তঃস্থ কিছু প্রকারকে দেশ ও কালের আকারে সম্বন্ধ অনুভবরাশির ওপর একে একে প্রয়োগ করে যে শক্তি তাকে বলে বোধশক্তি বা বুদ্ধিবৃত্তি।

১২) বৈচারিক মতবাদ বা বিচারবাদ কি?

উত্তরঃ জ্ঞানোৎপত্তির ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতার ও বুদ্ধির অবদানকে নানাভাবে বিচার বিশ্লেষন করে কান্ট উভয়কেই জ্ঞানোৎপত্তির আবশ্যিক শর্তরূপে গ্রহন করেন। পক্ষপাতশূন্যভাবে তিনি ইন্দ্রিয়ানুভব ও বুদ্ধির সামর্থ্য, জ্ঞানের শর্ত, সীমা ও সম্ভাবনা ইত্যাদি সম্পর্কে আলোচনা করে তাঁর নিজস্ব মতবাদ প্রতিষ্ঠা করেন । এজন্য জ্ঞানোৎপত্তি সংক্রান্ত কান্টের মতবাদকে 'বৈচারিক মতবাদ' বা 'বিচারবাদ'(Critical theory of knowledge)।

Bimal Banerjee
Asst. Professor
Department of Philosophy
Raniganj Girls' College